প্রথম আলো

0 6 NOV 2003

...াট বছর পর চাকরি হারালেন তেজগাঁও কলেজের ১৮ শিক্ষক

...দ্যালয় প্রতিবেদক ●

...। তেজগাঁও কলেজের ১৮ শিক্ষককে ...গ পাওয়ার আট বছর পর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ...মের অভিযোগ তুলে চাকরি থেকে ...হৃতি দিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। অথচ ...ক পদে নিয়োগের পরবর্তী দুই বছর পর স্থায়ী পদে নিয়োগ দেওয়ার নিয়ম। কিন্তু ১৮ জন শিক্ষক ১৯৯৯ ও ২০০১ সালে ...ক পদে নিয়োগ পাওয়ার পর এত দিন ...ঃ স্থায়ী করা হয়নি। শেষ পর্যন্ত গত ...বার তাঁদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

...অব্যাহতি পাওয়া ১৮ জন শিক্ষক আওয়ামী ... সরকারের সময় প্রভাষক পদে নিয়োগ ...ছিলেন। এ সময় তাঁদের কোনো ধরনের ...ক ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হয়নি। ফলে তাঁদের ...-ভাতাও তেমন বাড়েনি। গত সোমবার অব্যাহতিপত্র পেয়ে তাঁরা হতবিহ্বল হয়ে ...।

অব্যাহতি পাওয়া শিক্ষকেরা অভিযোগ ...ছেন, চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় ... তেজগাঁও কলেজে বিএনপি-জামায়াতপন্থী ...কেরা কলেজের পরিচালনা পরিষদে জায়গা ... নিয়ে তখনকার অধ্যক্ষকে সাময়িক বরখাস্ত ...। এরপর তাঁরা নতুন করে প্রভাষক পদে ...ক নিয়োগ দিয়ে তাঁদেরও স্থায়ী করেন। ... এই ১৮ জন শিক্ষক এত দিন উপেক্ষিত ...ন।

চাকরিচ্যুতির চিঠি পেয়ে ১৮ শিক্ষক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবকে লেখা আবেদনে বলেন, 'নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সব শর্ত পূরণ করে যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। নিয়োগ সম্পর্কে বর্তমান কলেজ প্রশাসন কিছু অনিয়ম-ত্রুটির কথা বলছে, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যমূলক।'

চাকরিচ্যুত ১৮ শিক্ষকের কয়েকজন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'নিয়ম অনুযায়ী প্রভাষক পদে নিয়োগের দুই বছর পর চাকরি স্থায়ী করা হয়। কিন্তু এই পদে আমাদের চাকরির বয়স আট বছর হলেও তা স্থায়ী না করে উল্টো চাকরিচ্যুত করা হচ্ছে। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ত্রুটি থাকলে তা আগেই বলা উচিত ছিল। এ ক্ষেত্রে বিষয়টি আট-নয় বছর ঝুলিয়ে রেখে এখন চাকরি থেকে অব্যাহতি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. হারুনুর রশিদ পাঠান *প্রথম আলোকে* বলেন, ১৮ শিক্ষকের চাকরি স্থায়ী করার বিষয়টি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন করেনি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলেজের পরিচালনা পরিষদ এ ব্যবস্থা নিয়েছে। কারণ তাঁদের নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ ছিল।

চাকরির অব্যাহতিপত্রে উল্লেখ করা হয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৮তম এবং ৬৫তম একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই ১৮ জন শিক্ষককে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। ৫৮তম একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, তেজগাঁও কলেজের শিক্ষক নিয়োগসংক্রান্ত নির্বাচনী বোর্ডে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধির অনুপস্থিতি এবং শূন্য/সৃষ্ট পদ না থাকার পরও তাঁদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ফলে এই নিয়োগ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের চাকরির শর্তাবলি রেগুলেশনের ৫(ঘ) ও ৩(গ) ধারার পরিপন্থী হওয়ায় এই নিয়োগ অনুমোদন করা গেল না। বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করা হলেও তা গৃহীত হয়নি।

কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মীর দেলোয়ার হোসাইন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'নিয়োগের ক্ষেত্রে দুটি অনিয়মের কথা উল্লেখ করে এই ১৮ জন শিক্ষককে অব্যাহতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন ছিল, এসব অনিয়মকে ধর্তব্যের মধ্যে আনতে হলে বাকিদের বিরুদ্ধেও একই রকম সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কারণ, এ ধরনের অনিয়ম করে স্থায়ী চাকরি করছেন এমন অনেকে কলেজে শিক্ষকতা করছেন।'

জানা গেছে, ১৯৯৯ ও ২০০১ সালে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ৩৪ জনকে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন শিক্ষক এমপিওভুক্তও হয়েছেন।

কিছুদিন আগে বোনাস ও চাকরি স্থায়ী করার দাবি তোলায় ১৮ জনের অব্যাহতি দেওয়ার বিষয়টি দ্রুত কার্যকর করা হয় বলে জানিয়েছেন অব্যাহতি পাওয়া শিক্ষকদের কয়েকজন।